বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যতো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং ॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।

শ্রীবিষ্ণুর পুরুষাখ্য তিনটি রূপের কথা কিন্তু সবাই জানে। তন্মধ্যে মহত্তত্বের স্রষ্টা প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত অর্থাৎ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ। সর্ব্বজীবান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু তৃতীয় পুরুষ। এই তিনটি পুরুষের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা মায়াবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্গীতায় যেমন দুইটি পুরুষের উপাসনারূপা ভক্তির সংবাদ দেওয়া আছে, তেমনি উক্ত প্রকরণে "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যাদি শ্লোকে "অস্মৎ" শব্দের দ্বারা উক্ত শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবানের ভক্তির প্রকারও নিম্নলিখিত প্রকারে উল্লেখ করা আছে। "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" যে জন অনন্যচেতা হইয়া অর্থাৎ আমাভিন্ন অন্যত্র সঙ্কল্প না রাখিয়া (একমাত্র আমাতেই সঙ্কল্পরক্ষা করতঃ) নিত্য আমাকেই স্মরণ করিতেছে, হে অর্জ্জুন! আমি সেই নিত্য অভিযুক্তমনা ভক্তিসাধক যোগী-পুরুষের পক্ষে অতি সুখলভ্য। এতাদৃশ ভক্তিযোগটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিষয় করিয়াই উপদেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ভেদে তিন প্রকার আবির্ভাবের সাম্মুখ্যোল্ল কথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবও উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরপুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথকভাবৈঃ ভগবানকে ঈয়তে॥ ৩।৩২।২৬॥

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিলেন—হে মাতঃ। একই পরিপূর্ণস্বরূপ ও পরিপূর্ণগুণ ভগবান্ জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ ও পূর্ণভক্তিরূপ উপাসনা ভেদে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে জ্ঞানী, ভক্তিযোগী ও বিশুদ্ধ ভক্তিসাধকের নিকটে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ জ্ঞানমাত্র, অর্থাৎ চিন্মাত্র সত্তা; যাহাতে শক্তি ও শক্তির বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি হয় নাই —এমত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। পরমাত্মা ঈশ্বর ও পুরুষ নামে অভিহিত। ভগবান্ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। একই অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ স্বরূপ ও গুণে পরিপূর্ণ হইয়াও উপাসকের উপাসনাভেদে শক্তি-শক্তিমত্তাভেদরহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, কিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত-বিশেষ পরমাত্মা, পরমেশ্বররূপে এবং পরিপূর্ণ অভিব্যক্ত-বিশেষ ভগবান্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া